চাবুক

চাবুক

চাবুক

ত্রিপুরার দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়ের কর কমলে

এবং

উচ্চবর্ণবাদীদের নিষ্পেষণে নিপীড়িত নির্যাতিত অবহেলিত নীচু তলার মানুষের উদ্দেশ্যে এই কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গীকৃত।

চাবুক

কৃষ্ণধন নাথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ লক্ষ্মীভাণ্ডার
মোটরষ্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা ।

CHABUK

By : **Krishnadhan Nath**

Bengali Poems.

শ্রীমতী উষানাথ কর্তৃক প্রকাশিত

স্বত্ব ঃ শ্রীমতী উষা নাথ
১০, দেবেন্দ্র দেবনাথ রোড, ধলেশ্বর, আগরতলা ।

প্রচ্ছদ শ্রীসত্যজিৎ সাহা
ও
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ জগহরিমুড়া, আগরতলা ।

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ তারকনাথ প্রেস,
মোটরষ্ট্যাণ্ড রোড, আগরতলা ।

মুদ্রক ঃ শ্রীপূর্ণগোপাল বসাক

কৈফিয়ৎ

ছোট বেলায় বাবা কিংবা ঠাকুমার সঙ্গে গাঁয়ের পুরোত ঠাকুর অথবা যারা উঁচু জাত বলে বড়াই করতেন, তাদের বাড়ীতে গেলে আমাদের উঠোনের কোণে, গাছের নীচে বা দাওয়ায় পিঁড়ি বা জল চৌকিতে বসতে দিতেন, ঘরে ঢোকার অধিকার ছিল না। আমরা চলে এলে জলছিটা দিয়ে তা তুলে রাখা হোত। আবার আমাদের বাড়িতে মুসলমানরা এলে তাদের প্রতিও আমরা একই রকম ব্যবহারই করতাম। যারা গণ্য-মাণ্য তাদের জন্য কাছারি ঘরে বসার ব্যবস্থা ছিল। অতি স্বাভাবিক ভাবেই আমরা এ ব্যবস্থা মেনে নিতাম। শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা অন্যান্য সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেও পরস্পরের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়ার নিয়ম ছিলনা। ছিলনা জলচল। নীচুজাত বলে আমাদের বেশ ঘৃণা করা হোত। বাবা এবং মায়ের মধ্যে অনেক সময় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতেও দেখেছি।

দেশ বিভাগ, শিক্ষা দীক্ষার প্রসার, প্রগতিশীল আন্দোলনের বিস্তার সামাজিক উত্থান পতন-অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে জাত-পাতের কাঠামোয় আঘাত করা গেলেও নীচুজাত-উঁচুজাতের গোলক ধাঁধায় দেশ আজো ঘুরছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণবাদ, পুরোহিত তন্ত্র আজও জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকের উপর চেপে বসে আছে।

আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চাবুক' এই অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক সরব প্রতিবাদ। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আক্রমণ করা নয়। ঘুণে ধরা সমাজের অন্তরঙ্গে যে রূপ আজও অন্তঃসলিলা হয়ে জাতের নির্মম প্রবাহ নিয়ে প্রবাহিত, তারই বিরুদ্ধে দলিত সমাজকে সজাগ হবার আহবান জানানো হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা গুলোতে। আমাকে নীচুজাত বলে যারা ঘৃণা করবে, তাদেরও ঘৃণা করার আমি হকদার। আমি বিশ্বাস করি, এই নিরিখে ঘৃণা এক পবিত্র নৈতিক অধিকার। বর্ণবাদীরা সমাজে জাত-পাত টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে। কারণ জাত-পাত তাদের কাছে রাজত্ব, আর দলিত সমাজের কাছে দাসত্ব। 'চাবুক' দাসত্ব থেকে মুক্তির এক নির্ভীক হাতিয়ার।

দলিত জনগণের সংগ্রামে নির্ভীক সৈনিক মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়ের অদম্য প্রেরণায় আমি দলিত সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্ম নিয়োগ করি। আমি মনে করি সমাজ-সংস্কৃতির কাছে এ আমার জন্মগত দায়বদ্ধতা। ভারতবর্ষের পঁচাশি ভাগ মানুষের প্রয়োজনে সাহিত্যের এই নবতম ধারাকে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বার ও অনলস প্রয়াস অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। মহামতি আম্বেদকার এই পথের অগ্রপথিক। জাত ব্যবস্থার বিলোপ ও সামাজিক মহৎ মর্যাদায় মনুষ্যত্বের অভিবাসন অতীব জরুরী। বুর্জোয়া ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দলিত সাহিত্য দেশজ ভূমিজ সুবাসে সুরভিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শোষণ ও জাত-পাতহীন শিল্প সুষমা মণ্ডিত সমাজ গঠনের অঙ্গীকারের আরেক নামই চাবুক

এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে তারকনাথ প্রেসের মালিক শ্রীপূর্ণ গোপাল বসাক মহোদয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার। তাঁর সহযোগিতা না পেলে এই বছর এই গ্রন্থ প্রকাশ আদৌ সম্ভব হতোনা। তাঁর কাছে এজন্য আমি সবিশেষ ঋণী। ইঞ্জিনীয়ার শ্রীঅজিত দেবনাথ, ডাঃ সঞ্জয় নাথ, ডাঃ এ. কে. দেবনাথের কাছে তাঁদের সময়ানুগ বিশেষ সাহায্যের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ অনুজ প্রতিম শ্রীসত্যজিৎ সাহা প্রচ্ছদ অঙ্কন ও মুদ্রনে সাহায্য করে এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের প্রকৃত সহায়ক।

আমার কন্যা তৃণা ও তৃষ্ণা, আত্মজ জিষ্ণু, সহোদর ধৃতিময় ও চিন্ময় আমার সাহিত্য চর্চার ব্যাপারে গভীর উৎসাহী। আমার জীবন সঙ্গিনি শ্রীমতী ঊষানাথ আমার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে নিরন্তর উৎসাহের সঞ্জীবনী উৎসস্থল। বিবেক পত্রিকায় মালিক বন্ধুবর শ্রী অরুন দেবনাথ আমার গল্প কবিতার এক মুগ্ধ শ্রোতা, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ প্রতিটি মুহূর্তেই আমাকে প্রেরণা যোগায়। শ্রীপ্রাণ কুমার চৌধুরীর নাম ও স্মরনীয়।

ডাঃ শ্রীবিমল ভৌমিক ও ইঞ্জিনীয়ার এন সি, ভৌমিক সহ ওবিসি অফিসার্স ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি ও ত্রিপুরা নাথ কল্যান সমিতির অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁদের বিশেষ বিশেষ অনুপ্রেরনার জন্য আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

নিন্দা ও সমালোচনায় এই কাব্যগ্রন্থ চর্চিত হলেই আনন্দিত হবো। পশ্চাদপদ মানুষ এই গ্রন্থের কবিতা পাঠে-অনুপ্রাণিত হলেই বুঝবো আমার প্রয়াস সফলতার পথে।

সূচীপত্র

চাবুক

অত্যাচারী শাসকের হাতে রাজ দণ্ড
শোষিতের পিঠে শুধু চাবুকের দাগ
পরদেশী আক্রমণে দেশ খণ্ড ভণ্ড
বধ্যভূমে কম্পমান যেন শিশু ছাগ ।

সময় বদলে যায় জাগো ইতিহাস
জনতা অস্থির ।
কোথা ঘোড়-সওয়ার ?
হাত ঘোরে সিংহাসন । দ্বীপের আভাষ
ঝড় ঝঞ্জা শিলা বৃষ্টি ঘোর অন্ধকার ।

সে কৃষ্ণা রজনী আজ প্রভাতের প্রান্তে
তখ্‌ত ইন তাউসে দলিত সমাজ
সে কথা চাবুকধারী পারেনিকো জানতে
প্রজার পরনে নব শাসকের সাজ ।

কেড়ে নাও শোষকের হাতের চাবুক
সপাং সপাং শব্দে দুনিয়া কাঁপুক ॥

ক্ষৌরকার

তোমার মরমী স্পর্শে দানব সুন্দর,
কেশের জঞ্জাল মুক্ত ক্ষুরের ছোঁয়ায়,
তবুও অস্পৃশ্য তুমি হে নর সুন্দর
পুরুষ পৌরুষ দীপ্ত স্নিগ্ধ মহিমায় ।

সভ্যতার নগ্ন দেহে কদর্য জঞ্জাল
তোমার নির্দয় হস্তে কেটে কর সাফ,
সর্ব আবর্জনা সখা শবের কঙ্কাল
দূরে করো জগতের পুঞ্জীভূত পাপ ।

সমাজে এখনো ঘৃন্য তুমি যে পতিত,
তোমার পরশে যারা সুশ্রী কান্তিমান,
তাদের ভ্রূকুটি তীব্র দলিত নাপিত
প্রতারণা নিষ্ঠুরতা সর্বত্র সমান ।

প্রিয়বন্ধু ক্ষৌরকার ক্ষুরে দাও শান
বর্নবাদী গরিমার কাটো দুই কান ।।

একলব্য

হিরণ্য ধনুর পুত্র হে বীর নিষাদ
আপন অর্জিত বিদ্যা করে দিলে দান
বৃদ্ধাংগুষ্ট কেটে নিল ছদ্মবেশী ব্যাধ
না শিখে গুরু দক্ষিনা এ কী আত্মত্রাণ ?

গুরু রূপী ব্রাহ্মনের ছলনা কৌশল
শূদ্রের আয়ত্বে আজ অস্ত্র অধিকার,
বড়ো ভয়ংকর খেলা সূক্ষ্ম প্রকৌশল
টলে রাজ সিংহাসন ধরনী বিদার।

পারিবেনা শিখাইতে করিতে প্রয়োগ
তোমার দুর্লভ বিদ্যা হারাইল পথ
প্রতিবাদ অনুক্তিত কাঙগালের ভোগ
সীমাহীন নির্মমতা তব ত্যাগ ব্রত।

একলব্য দাও দাও অস্ত্রের ভাণ্ডার
নির্মূল করিতে চাই ব্রাহ্মন্য বিকার।

বল্লাল সেন

জারজ বল্লালসেন বঙ্গের শাসক
জঘন্য কৌলিন্যপ্রথা করে প্রবর্ত্তন,
দেশজুড়ে অত্যাচারী ঘৃণ্য উৎপীড়ক
বিভেদের সুপ্তবীজ করিল বপন ।

নির্যাতিত নাথ জাতি ত্যজে গৌড় দেশ
স্বজন বান্ধবসহ ভ্রমে নানা স্থানে
স্বীয় বৃত্তি করে ত্যাগ ধরে নানা বেশ
অকুলীন ব্রাত্য বলে হারায় সম্মান ।

শতাব্দী পেরিয়ে যায় আত্ম বিস্মরণ
পরিত্যাগ করো বন্ধু জড়ের বিবর,
দৃঢ়কণ্ঠে হাঁক দাও চাই সংরক্ষণ
চাই শিক্ষা মুক্ত বায়ু জীবন ভাস্বর ।

বল্লালের কুশমূর্তি পুড়ে কর ছাই
জাগো জাগো নাথ জাতি সময় যে নাই ।।

শম্বুক মুনি

কে তুমি তপস্যাব্রতী শূদ্র মহামুনি
দ্বিজত্বের দাবিদার ব্রাত্য অধিকারে
সংঘ শক্তি দৃঢ় কবো। ছদ্মবেশী খুনী
রাজার আসনে বসে খুন করিবারে।

দেবত্বের তুচ্ছ লোভ দ্বিজের ছলনা
শত শত শতাব্দীর লুপ্ত ইতিহাস
জাতের রিবংসা খোঁজে শূদ্রের ললনা
তাতে কোন পাপ নেই মিথ্যা অভিশাপ।

সত্যের অনিষ্ট তুমি, দেবের মহিমা
বঞ্চিতের তরে নয়' চাই বাহুবল
তবেই বিস্তৃত হবে জীবনের সীমা
তোমার পরশে পূতঃ স্নিগ্ধ গঙ্গাজল।

রামের খড়্গের ঘায়ে তব মুণ্ডপাত
অদ্যাবধি অপবিত্র ব্রাহ্মনের জাত।

ব্যাসদেব

জননী ধীবর কন্যা পিতা পরাশর
এ দেশের ভূমিপুত্র ঋষি বেদব্যাস
কৌরব পাণ্ডব গীতি তুমি মধুকর
বর্ণনা করেছ নিজে। বেদের প্রকাশ
চারভাগে বহুযত্নে করেছ গ্রন্থন।

শূদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠার সযত্ন প্রয়াস
কবিবর মহাকাব্য অপূর্ব কথন
বহুকাল অপগত ব্যর্থ কালগ্রাস।

তোমার অক্ষয় কীর্তি মহাভারতম
জানি আমি এই কাব্য ব্রাত্যের সংগীত
নিপুন তুলির স্পর্শে শিল্প অনুপম
অনন্ত কালের স্রোতে নিত্য প্রবাহিত।

কৃষ্ণবর্ণ গাত্রত্বক কুৎসিত আদল
শূদ্রঋষি ব্যাসদেব ভারত কমল॥

অদ্বৈত মল্ল বর্মন

মালোদের দুঃখ ব্যথা তিতাসের তীরে
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কে দেখেছে ফিরে
জীবনের রূপকার অদ্বৈত বর্মন
অন্ত্যজ জনের কাব্য পাঁচালী কথন।

জোয়ার ভাঁটার তালে উজান ভাটিতে
উত্থান পতন কত প্রাঞ্জল ভঙ্গীতে
রচনা করেছে কবি। নিষ্ঠুর মরণ
ছিনিয়ে নিয়েছে তারে অকাল বোধন।

ঝরে পাতা ফোটে ফুল বহে সমীরন
তিতাস চলেছে বয়ে মন্থর গমন।
কালের কুটিল স্পর্শে কভু ভাঙে তীর
মাটিতে কান্নার সুর করুণ গভীর।

তিতাস নদীর নাম সকলেই জানে
বাজে যে মর্মর বীণা অদ্বৈতের প্রাণে।

শ্রীআম্বেদকার

ভুলে যেতে চায় যারা আত্ম পরিচয়.
ব্রাহ্মনের পদতলে হীনতায় লীন,
তাদের মানুষ বলা শব্দ অপচয়
দিবসের অস্তরাগে বিবর্ণ রঙিন ।

প্রতিদিন এ আকাশে সূর্য দীপ্তি জ্বলে
প্রাণের পরশে মেঘ উড়ে উড়ে আসে
ভালোবাসা পেলে ফুল ফুটে চারপাশে
স্তূপীকৃত অন্ধকার জমে পলে পলে ।

ভাষা চাই আশা চাই চাই মুঠো ভাত
আর চাই গৃহ কোন ছোট বাসা বাড়ি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সোনালী প্রভাত
অন্তরে গভীর জ্বালা যত নর-নারী ।

তুমি ব্রাত্য জাতিহারা দলিত মাহার
পবিত্র মানব শিশু শ্রীআম্বেদকার ।।

কার্ল মার্কস

নির্যাতিত ইহুদির তুমি প্রতিনিধি,
সর্বহারা মানুষের একান্ত বিশ্বাস,
ভণ্ড শোষকের রূপ শোষণের বিধি
সভ্যতার নগ্নমূর্তি করিলে প্রকাশ।

শিল্পিত চেতনা মূর্ত; দাসত্ব শৃঙ্খল,
শ্রমজীবী ক্রীতদাস ছিঁড়ে অবহেলে
পদানত মানবতা উদ্ধত উচ্ছল
বসুধার জাগরণে মুগ্ধ নেত্রমেলে।

স্বাধীনতা পেল নব পথের সন্ধান
মধুর প্রভাত জাগে মাধবী লতায়,
অবরুদ্ধ শোষনের অকাল প্রয়াণ
নর নারী উদ্ধবাহু গভীর আশায়।

দলিত কার্লমার্কস অগ্রনী পথিক
শ্রমজীবী চেতনার নৈষ্টিক ঋত্বিক।

জবালা শূদ্রাণী

বেদবিদ ব্রহ্মবিদ অমাত্য রাজন
বারাঙ্গনা জবালার সুরম্য আগারে
খ্যাতি মান ঘৃনাভয় দিয়ে বিসর্জণ
নিতি নিতি যাতায়াত নিশার আঁধারে ।

পতিতা লাঞ্ছিতা বলে তিক্ত উপহাস,
নানা অপমান জ্বালা নির্মম বেদনা
মন নিয়ে লুকোচুরি সৌন্দর্য বিলাস
সহিতে হইত নিত্য আতিথ্য যন্ত্রনা ।

জন্মেছিল সত্যকাম জবালার ঘরে
বহুভর্তা রমনীর হৃদয়ের ধন
সারা জীবনের ইচ্ছা সৃষ্টির বিবরে
এই তার প্রতিদান স্বর্গীর লুণ্ঠন ।

জবালা দলিতা নারী শুদ্রের ললনা
রক্তাক্ত যৌবন লুটে ব্রাহ্মন্য ছলনা ।

চাবুক, '৯০

জাতের কঙ্কাল

আমি মুগ্ধ মমতায় বন ছায়াতলে
গভীর আবেশে বাঁধি বিশ্বাসের নীড়
আমাকে ব্যথীত করে স্নিগ্ধ ফুলদলে
পদানত জনতার অকারন ভীড় ।

ভারতের দিকে দিকে শুদ্র জনজাতি
জেগে ওঠে; দীর্ঘ বেড়ি ছিঁড়ে অকষ্মাৎ.
দ্বিজের মুখোশ খুলে মানব প্রজাতি
রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে । কেন পাতে হাত ?

চেতনার দীপাধারে চর্ম আবরন
পুড়ে দগ্ধ ।

বিশ্ববাসী খোঁজে ভালোবাসা
আমাকে চন্ডাল বলে হীন আচরণ
বর্ণবাদী মানুষেরা খেলে জাত পাশা

এ খেলায় জয়ী আজ, অদ্বিজ-চন্ডাল
শবাধারে পুড়ে ছাই জাতের কঙ্কাল ।

বাল্মীকি

দস্যু কবি রত্নাকর তমসার তীরে
নির্যাতিতা রমনীর দীর্ঘ শোক গাথা
অতি যত্নে বিরচিলে । দেবী জানকীরে
আমৃত্যু যন্ত্রনা দিলে । ধরনীতে পাতা
পতিব্রতা রমনীর শাশ্বত আসন ।

পিতৃমাতৃহীনা সীতা দলিত দুহিতা
তাই জন্ম পরিচয় একান্ত গোপন
রামরূপী অবতার করে নির্বাসিতা
গভীর অরন্য মাঝে শ্বাপদ সংগমে ।

এ কী সে গো ক্রৌঞ্চবধূ বিঁধিল নিষাদ
যাকে নিয়ে মহাকাব্য শরমে মরমে
শূদ্রঋষি হন্তারক কালান্তক ব্যাধ ।

ঋষি কবি অবতার করিতে সৃজন
দলিত নারীকে দিলে চির নির্বাসন ॥

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে

কী ক্ষোভে গেয়েছ কবি ব্রাত্য জাতি হারা
অপমানিতের জ্বালা হৃদয়ে অন্তরে
বঞ্চিত পীড়িত রিক্ত দীন সর্বহারা
পতিতের ভগবান নামে ধূলিপরে।

তোমার প্রবেশ রুদ্ধ পুরীর মন্দিরে
তোমার পূজন ব্রাত্য দ্বৈপায়ন ব্যাস
সবার পরশে পূতঃ স্নিগ্ধ তীর্থ নীরে
মৃত্যু মাঝে চিতাভস্মে লুপ্ত ইতিহাস।

মৃত্যুম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা
নাগিনীর বিষবাষ্পে দিগন্ত স্ফুরিত
তুমি তো ভোবের পাখি দলিতের আশা
চণ্ডালিকা ঢালে জল তৃষ্ণা নিবারিত।

দেশের রথের রশি শূদ্রজন হাতে
অন্নপান খেতে হবে সকলের সাথে ॥

রক্তবীজ

শত শত শতাব্দীর দলন পীড়ন
উচ্চ বর্ণবাদীদের জাতের বিকার
এ দেশের ভূমিপুত্র মরে অগনন
অস্পৃশ্য অশুচি ব্রাত্য ঘৃণার শিকার ।

কী নির্মম ইতিহাস চক্রের ঘূর্নন
সহসা ঘুরিতে থাকে প্রলয়ের বেগে
সোনা মেঘে অকস্মাৎ বজ্রের গর্জন
দণ্ডধারী পরাভূত ।

পদাতিক জেগে

বনভূমি দেয় পাহারা । পলাইছে দ্রুত
পুজারী ব্রাহ্মন স্মার্ত । মিথ্যার মুখোশ
ভণ্ডামি চাতুর্য দৈন্য পাপের খোলস
মূঢ় অবিচার রাশি সব দূরীভূত ।

দলিতের রক্ত মাঝে সুপ্ত রক্তবীজ
ফোঁটা ফোঁটা জন্মলভে আগ্নেয় খনিজ ।।

ব্রাত্য অধিকার

স্বজাতির কাছে আমি চির দায়বদ্ধ
জন্মেছি ব্রাত্যের ঘরে ঘোর অকুলীন
রাজ্যভার হাতে চাই যা কিছু আরদ্ধ
প্রতিকূল শত বাধা আর রক্ত ঋণ ।

সম্মুখে যোজন পথ চড়াই উৎরাই
প্রজন্মের কাছে মম দৃঢ় অঙ্গীকার
মনুর নিষ্ঠুর বিধি করে দেব ছাই
সুন্দর ভারতভূমি স্তব্ধ অত্যাচার ।

কেউ কি ভুলিতে পারে জন্ম পরিচয়
সমাজের নিপীড়ন ঘৃণা অবহেলা
দাসত্ব বুভুক্ষা ক্ষুধা অনাহার ভয়
তিলে তিলে অপমৃত্যু ভয়ংকর খেলা ।

অকুলীন ব্রাত্যজন্ম আমার গৌরব
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে মদির সৌরভ ।।

মুখোশ

সহসা আকুলি উঠে বক্ষমাঝে সুর,
মধ্যরাতে স্বপ্নে বাজে প্রিয়ার নূপুর ।
দিগন্তে বসন্ত নাচে মাধবী বিতানে
ধরনী সুখের নীড় নব নব গানে ।

ছদ্মসুখ, ছদ্মমুখ মুখের মুখোশ,
এ সবই প্রতারনা ভণ্ডামি আপোষ ।
অব্যক্ত যন্ত্রনারাশি প্রত্যহ ব্যাকুল
দেশজুড়ে অনাচার পিছুহঠা ভুল ।

অধিকার অর্জনের আত্ম প্রবঞ্চনা,
জীবনের চারিভিতে কম্পিত চেতনা
দেশজুড়ে মূল্যবোধ ক্রম ক্ষীয়মান
আমাকে দিয়েছে শুধু কৃপনের দান ।

শোনিতে ডুবিয়ে হাত পেতে চাই সুখ,
শতাব্দী আক্রান্ত জ্বরে গভীর অসুখ ।

নাথ জাতির উদ্দেশ্যে

এক হও নাথ জাতি ভুলে ভেদাভেদ
অন্যথায় মুক্তি নেই শকুনির হাতে
জাতের খেলিছে পাশা পুড়ে ফেল বেদ
অন্ধকার গাঢ় ক্রমে অমানিশা রাতে।

চক্রান্তের রাজনীতি খেলিছে নিষাদ
লোভের কিন্নরী নাচে প্রলুব্ধ ভ্রমর
ঝেড়ে ফেল লাঞ্ছনার নির্মম বিষাদ
তুলে আন হাড় খুলি বক্ষের পঞ্জর
প্রাক্তনের রক্ত সিক্ত বধ্যভূমি থেকে।

এখানেও নাথ জাতি ঘৃণার ফসল
ল্যাজে খেলে ধুরন্ধর সর্প এঁকে বেঁকে
দারিদ্র্যের অভিশাপে এজাতি বিকল।

স্বজাতি বান্ধবগণ নগরে বন্দরে
তিমির হনন মন্ত্র দাও ঘরে ঘরে।

স্বপ্নের প্রান্তরে

আমার স্বপ্নের মাঝে বসন্ত ঘুমায়
কাঁপে নদ নদী বন প্রবল উচ্ছ্বাসে
মেঘের আড়ালে চাঁদ মুখ টিপে হাসে
নানা পেশা লোকজন পোশাক পাল্টায়
চঞ্চলা কিশোরী পথে কুন্তল ওড়ায়
জানা-অজানা পথিক কত যায় আসে
পাতা ঘন পথতরু ছায়া ভালোবাসে ।

আমিও কানন বাসী পথ পানে চাই
ফুলের পবিত্র স্পর্শে হৃদয় উদাসী
মর্মে মর্মে দগ্ধ আমি নির্জনে তাকাই
সহস্র বর্ষের জ্বালা ব্যথা রাশি রাশি
বসুধার সিক্ত মুখে লাবন্যের হাসি
অজানা প্রান্তরে ভ্রমি কুসুম কুড়াই ।।

দ্রোহকাল

দলিত জনসমাজ অন্ধ ক্রীড়ানক
প্রতারক রাজনীতি ব্যবসায়ী হাতে,
ক্ষণিকের স্বার্থলোভে সাজিলে স্তাবক
প্রয়োজন ফুরাইলে লাথি মারে পাতে।

রাজতন্ত্রে গণতন্ত্রে শাসকে-শোষকে
কোথাও ফারাক নেই, বঞ্চনার রূপ
আসমুদ্র হিমাচলে সমস্ত ভূলোকে
অগ্রগামী মানুষেরা বুঝেও নিশ্চুপ।

ঘাতকের ক্ষমা নেহ জাগে ভাবীকাল,
এখনো সময় আছে কেন স্তাবকতা ?
বসন্ত নাচায় পুচ্ছ নগ্ন দ্রোহকাল
ভ্রমর জেনেছে মনে ফুলেদের কথা।

ক্ষমা নেই খেলে যারা আত্মঘাতী খেলা
সবান্ধবে এসো ফিরে বয়ে যায় বেলা।।

প্রত্যাবর্তন

আবার বসন্ত আসে জীবনের নদে
নানা ফুল ফুটে বনে প্রভাতে সন্ধ্যায়
স্তরে স্তরে পলি জমে ভাবনার হ্রদে
কাকসন্ধ্যা অস্তমিত গাঢ় তমসায় ।

শত শত শতাব্দীর মৌন ইতিহাস
আরবার মুখরিত কালের নিয়মে
নিষ্ঠুর নিপীড়নের রাজন্য বিলাস
প্রতিশোধের স্পৃহায় বেড়ে ওঠে ক্রমে ।

নির্যাতিত নিপীড়িত সবনীচু জাত
ভেঙে ফেল শোষণের বেড়ি জঙ্ ধরা
সময়ের প্রয়োজনে হাতে রাখো হাত
কাল চক্রে ঘূর্নি ওঠে ধ্বংস নামে ত্বরা ।

ব্রাহ্মণ বহন করে চণ্ডালের শব
কালের বিপুল গর্ভে চির অনুভব ।

ভ্রমরীছলনা

দাসত্ব বন্ধনে যারা বন্দী চিরকাল
ভোগে তারা ঘৃন্য এক হীন মন্যতায়
তাদের মুক্তির পথ কুটিল ভয়াল
গভীর মানব প্রেম ঢালো চেতনায়।

হিংসা দ্বেষ কুটিলতা ভ্রান্ত রাজনীতি,
মানুষে মানুষে শুধু ঘৃন্য ভেদাভেদ,
মুক্তির অলিন্দে চাই-প্রিয় সাম্যনীতি
সুখের আনন্দ দীপ্তি : চাইনা প্রভেদ।

রাজনীতি ব্যবসায়ী অন্ধ স্তাবকতা.
ছদ্মবেশী বুদ্ধিজীবী মিথ্যা প্রতারণা
প্রতিশ্রুতি ভংগকারী আর বর্বরতা
মননের দ্বি-চারিতা ভ্রমরী ছলনা।

দেশ জাগে জাতি জাগে, দাসত্ব বন্ধন
প্রানের গভীরে তোলে মুগ্ধ শিহরন ।।

প্রত্যাশা

পলাশে শিমুলে শুধু রঙ আলপনা
কদম্বে বকুলে ঝরে অমৃতের ধারা
রক্তের অমোঘ স্রোতে তীব্র উন্মাদনা
জীবনে বসন্ত আসে ঢালে সুর ধারা।

আকাশে মেঘের খেলা বিদ্যুৎ চমক
সাগরে উত্তাল ঢেউ নানা কলরোল
নবান্নের কলরবে আশার ঝলক
প্রেরণার প্রতিধ্বনি আনন্দ হিল্লোল।

ঘুমন্ত প্যান্হার জাগে প্রচণ্ড আক্রোশে,
শোষকের মৃত্যু লেখা দেয়ালে দেয়ালে
জোছনার স্নিগ্ধ আলো মাটির পরশে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ দেওদা পিয়ালে।

অতর্কিত আর্তনাদে বসুধা চৌচির
নতুন আশ্বাসে বহে সুগন্ধ সমীর ॥

নির্ভীকতা

এবার দলিত রাজ করিব স্থাপন
সমগ্র ভারতে চাই শীঘ্র সংরক্ষণ,
সক্ষোভে বেরিয়ে এসো করো প্রতিবাদ
দিকে দিকে গর্জে ওঠো হাঁকো সিংহনাদ

জড়ত্বের অন্ধকারে মিছে কালক্ষয়,
জেগে ওঠো ব্রাত্যজাতি ভয় করো জয়।
স্বজাতির সংরক্ষণে হও ঐক্যবদ্ধ
হানো তীব্র কশাঘাত হস্ত মুষ্ঠি বদ্ধ।

প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ ভেংগে খান খান
নিপীড়িত জাতি গোষ্ঠী ওহ আগুয়ান
ধরনী কাঁপিয়া ওঠে প্রানে শিহরণ
নাড়ীতে নাড়ীতে দীপ্ত বিদ্রোহ স্পন্দন।

শাসক শোষক কাঁপে ভীরু পলাতক
ব্রাত্যের মস্তকে ওড়ে জয়ের পালক।

সব্যসাচী

প্রেতের পোশাকে ঝানু রাজনীতিবিদ
সারাক্ষণ বসে থাকে শবের শ্মশানে
শুধু রচে ইতিহাস চেতনা দ্বিবিধ
রিক্ত ক্ষেম দগ্ধ তৃষা স্মৃতির প্রয়াণে।

এ ভ্রান্তি বিলাস কেন ? বহে চোরা স্রোত,
ক্ষমা নেই। শূন্যপথে কেন বিচরণ ?
পোশাকী ভদ্রতা কেন ? এ কিসের ব্রত ?
কেন আত্ম প্রতারণা ? সময় ক্ষেপন ?

কালের মন্দুরা বাজে শবের কঙ্কাল
আর কত দিনপাত ? রজনী যাপন ?
মিথ্যার বেসাতি কত ? বয়ে যায় কাল
বাঁচার লক্ষ্মণ রেখা নিত্য সঙ্কোচন।

সব্যসাচী হানো-হানো গাণ্ডীব টঙ্কার
মুখোশ পড়ুক খুলে নীতির বিকার।

দ্রোপদী

অঙ্গের বসন টানে মূঢ় দুঃশাসন,
অবনত করে আঁখি কুরুবৃদ্ধ দল
মোহময়ী কালোরূপ রোষের কারণ
শুদ্রানীর গর্ভজাত ভ্রমরী কমল।

সর্পসম ফুঁসে উঠে করিলে দংশন
দুর্জনের রক্ত চাই অলক সিঞ্চনে,
জয়দ্রথ অশ্বত্থামা পূজেন চরণ
ভীষণ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কুরুক্ষেত্র রণে।

অন্যায়ের প্রতিবাদে হাজার দ্রৌপদী
বিশ্বজুড়ে গড়ে এক নয়া ইতিহাস,
একালেও বাঁধে চুল হন্তারকে বধি
অপমান লাঞ্ছনার নির্মম প্রকাশ।

দুঃশাসনের বক্ষ রক্তে লিখে গেলে নাম
তেজস্বীনি অগ্নিকন্যা তোমাকে প্রণাম।

নেলসন ম্যাণ্ডেলা

দলিত নিগ্রোজাতির নয়া স্পার্টাকাস
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ সংগ্রামে
পঞ্চ বিংশতি বর্ষ শুধু কারাবাস
দুর্জয় নিগড় ছিন্ন ম্যাণ্ডেলার নামে ।

রক্তদান বলিদান নির্মম পীড়ন
কবর হয়েছে স্ফীত নিগ্রোদের লাশে
কৃষ্ণা রমনীর মান সম্ভ্রম হরণ
শত অপমান জ্বালা স্বদেশে স্ববাসে ।

কালো মানুষের জন্ম ক্রীত দাস রূপে ?
অত্যাচারী শ্বেতজাতি বর্গী ধর্ষকাম ।
আফ্রিকার মসনদে শাসকের রূপে
বসেছে দলিত নিগ্রো নেলসন নাম ।

সাদাজাতি চামড়ায় ঘষে কালোরঙ
দলিতের পদতলে আফ্রিকান সঙ্ ॥

আহ্বান

নদী পারাপারে চাই আমি ছোটতরী
জলের ঢেউরা এসে পথ করে রোধ
অরণ্যে বসতি গড়ি পুষ্প মধুকরী
ছিন্নমূল বিশ্বাসের অতি ক্ষুদ্র বোধ ।

বেলা ধীরে বয়ে যায় ঝরে ফুলদল
অতর্কিত অন্ধকারে পথ খোঁজে পাখি
জোনাকীও পথে নেই সকলে বিহ্বল
অদূরে সহসা জ্বলে কার রাঙা আঁখি ?

আমার পথের প্রান্তে কে গাঁথে মালিকা,
কে বাঁধে গানের সুর অক্ষম গলায়,
স্নেহ রস ধারা জলে এসো গো বালিকা
তোমাকে পূজিব আমি বিষন্ন বেলায় ।

ছোটনদী পারাপারে কোথায় কাণ্ডারী
সাগরে প্রবল বান এসো তাড়াতাড়ি ॥

নবান্নের বেলা

আকাশে মেঘেরা খেলে ভাঙ্গাগড়া খেলা
ধরনীতে ফোটে ফুল মৌমাছির মেলা
জীবনের চারপাশে প্রাণের কল্লোল
সূর্যের সোনালি স্বপ্নে সৃষ্টি উতরোল
শোষণের নাগপাশে বন্দী ক্রীতদাস
মুক্তির দিগন্ত চাই নির্মল বাতাস
আলো আর আঁধারীর লুকোচুরি খেলা
সন্তানের মুখে হাসি নবান্নের বেলা ।

সুখ চাই ভালোবাসা প্রিয়ার আদর
মিঠেজল গৃহ কোণ ফুলের বাসর
ফলের সুবাস ভরা বাগান বাগিচা
একখানি ছোট ক্ষেত শীতল গালিচা ।

আর চাই ঘরে ঘরে এক মুঠো ভাত
সভ্যতা কেবল বুনে যন্ত্রনার তাঁত ।।

ছিন্ন নিগড়

এ শতাব্দী দ্রুত বেগে তীব্র আলোড়িত
বঞ্চনা বাড়িছে নিত্য, দলিত প্যান্হার
ধরেছে জাতের টুঁটি, করে বিতাড়িত
নির্মম শাসক দলে, গুপ্ত শবাধার
ক্রমশঃ যে স্ফীতকায় ।

সহসা ধরণী
দিগন্ত মথিত করে তীব্র আর্তনাদে
জাগিছে পঞ্চম বর্ণ জননী জঠরে
আর কোন পথ নেই ।

প্রলয় নিনাদে
বাজিছে দুন্দুভি শোন প্রহরে প্রহরে
সকলে জেনেছে মনে কাঁপিছে তরণী
সচকিত যাত্রীদল ।

অন্তরে অন্তরে
চরম মুহূর্ত গোনে, কাঁপিছে জননী
কোলে তার ব্রাত্য শিশু ।

দুর্জয় নিগড়ে
ছিঁড়ে ফেলে অকস্মাৎ । পোহায় রজনী ॥

অমৃতের প্রার্থনা

কুটিল বিষাক্ত বাষ্পে আকাশ মলিন
সর্বগ্রাসী দূষণের রূঢ় অত্যাচার
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ ঢালে প্রতিদিন
পলে পলে জীবনেরে করিছে সংহার ।

রূপ রস গন্ধে ভরা অপরূপা পৃথিবী
দানবের লোভ রিপু করিছে দহন
মানুষের পরস্পর বিশ্বাসের ভিত্তি
নাগিনীর লোল জিহবা করিছে লেহন

সবুজ অরণ্য ভূমি ভীরু দুঃশাসণ
কপট-চাতুর্যে টানে শ্যামল অঞ্চল
প্রাণের অমৃত কুম্ভ-কোথায় এখন
বসুন্ধরা তাই আজ অধীর চঞ্চল ।

জন্ম নিক আরবার মধ্যম পাণ্ডব
ঘৃণায় করিতে দগ্ধ দুঃশাসনী শব ।।

সূর্যস্বপ্ন

অনন্ত সূর্যের স্বপ্নে জ্বলে ছোট দীপ
আকাশে বাতাসে শুধু সুরের মূর্ছণা
শতাব্দীর স্বর্ণরথে সব বিপ্রতীপ
মুক্তির সোনালি ধ্বজা দৃঢ় সম্ভাবনা ।

দলিত-পীড়িত-জাতি রাজদণ্ড হাতে
নষ্ট চাঁদ পুঁজিবাদ সমুদ্রের জলে
শিমুল পলাশ ঝরে বসন্তের রাতে
প্রজন্মের চাবি কাঠি মুক্তির কল্লোলে ।

জীবনের চারিদিকে অমৃত স্পন্দন
ভাবীকাল সুনিশ্চিত উর্বর জঠরে
ব্রাত্য ক্লিষ্ট মানহারা জানে উলম্ফন
এগিয়ে চলার স্বপ্নে দুর্জয় সমরে ।

সূর্য আনে রাঙাদিন ফুলের সৌরভ
জবাকুসুমসংকাশ বিশ্বের গৌরব ॥

প্রত্যাসন্ন ঝড়

মন্দিরে কালের ঘণ্টা বাজে নিশিদিন
মক্ষিকার গুণ গুণ ফুলের সভায় ।
ঘৃণা পুতঃ অধিকার । আঁধারে বিলীন
মানুষের স্বপ্ন সাধ ভাসে নীলিমায় ।

ভাবীকাল বাড়ে ক্রমে জননী জঠরে
দলিত পীড়িত আর্ত ব্রাত্য জাতিহারা
সরোষে উদ্ধত মুঠি । ধবজা দৃঢ় করে
সম্মুখে এগিয়ে চলে দেশটাকে নাড়া
দেয় তারা সগৌরবে ।

কত অমারাত্রি
অতিক্রান্ত একে একে । অন্তিম লগন
ঘনায় শতাব্দী শেষে । হুঁশিয়ার যাত্রী
তরণী ডুবিতে পারে । কাল অগণন
গভীর তপস্যা মগ্ন ।

দগ্ধ বারো মাস
শোষকের বক্ষে দোলে ঝড়ের আভাষ ॥

অন্তরাগ

আর কত অভিলাস ভ্রান্ত বিচরণ
পতঙ্গের অংগরাগে রামধনু আঁকা
সহস্র বর্ষের সাধ নীতি আহরণ
দিকে দিকে ঘূর্ণমান জনতার চাকা।

ভালোবাসা আদিগন্ত সোনালী বাস্তব
পাতা জাগে চৈত্র শেষে কালের নিয়মে
অস্তিত্বের গর্ভে নড়ে চির পরাভব
সুরের অন্তবা জাগে ধৃতির চরমে।

দিবসের অবসানে গোধূলির রাগে
জীবনে বসন্ত আসে ঝলকে ঝলকে
অমারাত্রি কেটে যায় যৌবনের বাগে
পিছুটানে আগুয়ান পলকে পলকে।

ঝরেনা যে সূর্যশিখা প্রাণের মহিমা
অন্তরে অন্তরে দীপ্ত স্নিগ্ধ শ্যামলিমা।

তিয়াষা

আমাকে দিয়েছ তুমি বসন্তের গান
ছোট ছোট ভালোবাসা একান্ত গোপন
লাজনতা ছায়াতরু করেছ প্রদান
তোমার অনঙ্গ দেহে স্থবির দহন ।
অতৃপ্ত তিয়াসা বুকে পদ্মমধু পান
করেছি গভীর সুখে ।

তোমার নয়ন
অপাঙ্গে দয়িতে খোঁজে সারা দিনমান
আর কোন কথা নেই ভ্রমর গুঞ্জন ।

সহেনা সহেনা বঁধু এই মর্মজ্বালা
শ্রাবণের বারিধারা নয় শ্রান্তি হরা
ঘাটে যে তরণী বাঁধা যেতে হবে ত্বরা
দাবদাহে দগ্ধ দেশ ।

মেঘ সুধা ঢালা
উড়ে আসে সানু দেশে ।
কোথায় পাহাড়
জোছনা মদির রাত্রি বিষ্ময় অপার ॥

রামধন হরিজন

রামধন হরিজন
নয় তেমন মেধাবী,
নিষ্ঠা ও সততায়
জানে নাকো মোসাবী

জানে নাকো জারিজুরি
জানে নাকো আত্মসাৎ,
জানে নাকো টাকা মারা
হতে কভু কুপোকাৎ ।

বড়ো বড়ো সাব সুবো,
বড় বড় বুলি,
ক্যাশ চুরি নয় ছয়,
জমা করে খুলি ।

শতকরা নব্বুই,
যারা আছে শাসনে,
তারা সব মেধাবী
স্বজন পোষণে !

যতসব বর্ণবাদী,
জোতদার মহাজন,
শ্রুতি স্মৃতি মনু ঘেঁটে
করে ধন আহরণ ।

দেশে এত কালো টাকা,
দেশে এত অনাচার
ঘুমে কেন মেধাবাবু,
বাবুদের সরকার ?

এত মেধা এত জ্ঞান,
দেশ কেন ঘুমন্ত,
সরকারী কোষাগারে
টাকা কেন বাড়ন্ত ?

রামধন হরিজন
ভাবনায় একাকার,
উঁচুজাত মানুষের
মন বড়ো অন্ধকার ॥

কাঁশীরামজীর চড়

দিনটা ছিল রৌদ্র ঘুমোট কসাই কাটা
রাস্তা ঘাটে ব্যস্ত মানুষ চলা-হাঁটা,
ঝোপের ভেতর পাখি ছিল পালক ঢাকা
রঙ বেরঙের খবর ছিল ছবি আঁকা।

চারিদিকে গুজব ছিল গণ্ডগোলের
গুলিভরা রাইফেল ছিল কমাণ্ডোদের
ক্যামেরা ম্যান তাক্ করেছে ঠিক নিশানী
খুঁজে বেড়ায় দিল্লী জুড়ে শেষ ঠিকানা।

কিছু কিছু বাঁদর ছিল স্বভাব যাদের বাঁদরামি
নকল পোষাক লাগায় গায়ে পাঠায় তাদের সঙ্ডামি
জীবন খানি সাদা মাটা রোদের তাপে পাঁচ গরম
প্রশ্নশুনে ওঠেন খেপে ছুঁড়ে ফেলেন লাজ শরম।

বেরিয়ে আসেন দলিত নেতা দাঁড়ান সবার মুখোমুখি
বাদরগুলো স্বভাব বশেই জিভ চুলকিয়ে দেয় উঁকি,
কাঁশীরামজীর ধৈর্য টলে গালে মারেন লেদার চড়
সেই গুজবই বিশ্বজুড়ে শিরোনামে খোশ খবর।।

কালো সূর্যের উত্থান

পূর্ব দিগন্ত ক্রমশঃ ফরসা হয়ে আসছে।
মাথার উপরে জাগছে কালো সূর্যের দল।
পৃথিবী এখন ভীষণ উত্তপ্ত
নভোনীলে ওজন স্তর ফুটো
অদৃশ্য রেশমী কাপড়ের মতো তার আবরণ।

সমুদ্রের বুকে কালো সূর্যেরা ঘুরে বেড়ায়।
পশ্চিমে গোদাবরী তীরে
দ্রাবিড়রা ওখানে মৃত্যু নিয়ে খেলছে
হাতে তাদের জিয়ন কাঠি।
গঙ্গার তীরে-মা বসুমতীর কোলে
ব্রীডারত কালো মানুষের স্বপ্ন।

যে সকল মানুষের ছোঁয়ায় অপবিত্র দেবালয়,
দেবতা সেখানে অন্তর্হিত,
পাথরের দেবতা থেকে হৃদয় ওয়ালা মানুষ অনেক বড়ো

আফ্রিকায় ম্যান্ডেলা রচনা করেছে নতুন ইতিহাস
অধিকার অর্জনের পথে পথে
ভূমি পুত্রেরা ঋজু মেরুদণ্ডে এগিয়ে যায়
মুষ্টি বদ্ধ হাত আকাশে উত্তোলিত।

বিপন্নতার মুখোমুখি স্বজন স্বজাতি
দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত শূদ্রাণীর যৌবন
তস্কর অপহরণ করেছে ধন-সম্পদ
নির্বাসিত তাদের ভালোবাসা।

ওদের গলায় বাঁধা থাকতো ঘন্টা,
পথ চলার সময় বর্ণবাদী জানোয়ারের দল
ছোঁয়া বাঁচাতে রাস্তা ছেড়ে পালিয়ে যেত।
যৌবনবতী রমনীর ঊর্দ্ধাঙ্গের বসন অপসৃত হলে
লোভী নয়নে লেহন করতো ওদের ঘাম ক্লেদ
মনুবাদী ও তাদের উত্তর পুরুষ।

এপারে গর্জন শুরু হয়েছে সিংহ শাবকের
কালো মানুষ পাল্টে দিচ্ছে পুরোন নিশানা,
নতুন পথ সংকেত দেখে এগিয়ে যেতে হবে।

স্বপ্নও আজ কাল স্বপ্ন দেখে,
দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে আজকাল
মানুষ দেখছে সূর্যের মুখ।

গভীর চেতনায় যে ভালোবাসা
ফুলদল হয়
অতনু আবেগে আলোড়িত প্রেম
খোঁজে অনুপম মুক্তির দিগন্ত।

দিনের অবকাশে মেঘের আড়ালে যে সূর্য জ্বলছে
তার চোখে জলধারা,
কেননা আগুনে পুড়লেই তো সব কালো হয়ে যায়।
আর আগুনে পুড়েই আসলে দুনিয়ায় জন্ম হয়েছে
সব কালো মানুষের।

এখন ওরাই সমগ্র পৃথিবীটাকে দগ্ধ করে
বানাতে চাইছে
একটা কালো মানুষের দেশ।।

চণ্ডাল গীতি

আমাকে ঘৃণিত বলে চিরকাল করে অবহেলা,
সমাজের বর্ণবাদী উচুঁজাত পুরোণ শাসক,
সূর্যের স্বপ্নে রাঙা উঁকি দেয় নতুন প্রভাত
আমাব কোমরে ছিল একখানি তেনার পোশাক।

অস্পৃশ্য চণ্ডাল আমি মৃতদেহ করি সৎকার
মৃতের তো জাত নেই, তাই নেই কিছু হারাবার,
জীবন্ত মানব দেহে জাত পচা দুর্গন্ধ ছড়ায়
জাতির বিকার শুধু বদ্ধজলায় নিত্য খাবিখায়।

তবু জানি ভালোবাসা আমাদের বাগানের ঘাসে
দুচোখে গভীর তন্দ্রা ছড়ায বাতাসে
বকুলের মালা গাঁথে রাতজাগা সোনালি সকাল
এখানে সমাপ্ত হলো যাত্রীদের বন্ধনের কাল ।।

দিন বদলের ব্রত

মা ! লক্ষ্মী পূজোয় বাঁধতে ধানের ছড়া,
আকাল পড়লে খেতে ক্ষুদের জাউ,
পেটের ক্ষুধায় খেতে কাঁঠাল কোয়া
আষাঢ় মাসে খেতে বন কাউ।

মা, দেখেছি তোমায় কুড়োতে শাকপাতা
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদতে ঘরের কোণে,
বাপ ফিরিত শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
একটু লবন, চালের পুঁটলি সন্ধ্যা লগনে,

পথপানে থাকতে চেয়ে পেটে ক্ষুধার দহন
দুঃখ তোমার চিরকালের সাথী !
মাটির দাওয়ায় কাঁদতো তোমার শিশু
বুকের ভেতর পুষতে ব্যথা কাটতো আঁধাররাতি।

মা, এখনো কি দুঃখ তোমার আছে ?
এখনো কি তেমনি আঁধার পথ,
এমনি করে কাটবে তোমার দিন
দিন বদলের স্বপ্ন তোমার বত।

ধ্যাম্‌ কুড়্‌ কুড়্‌

ধ্যাম্‌ কুড়্‌ কুড়্‌ ধ্যাম্‌ কুড়্‌ কুড়্‌ বাজে জয় ঢাক
কে বাজায় ? কে বাজায় ? চণ্ডালিনীর বাপ ।
টাক্‌ ডুম্‌ ডুম্‌ টাক্‌ ডুম্‌ ডুম্‌ ঢাকে নানা সুর,
অত্যাচারীর চামড়া কেটে ঢাক বানায় শুদ্দুর ।
ভেরী বাজে তুরী বাজে বাজে মাদল খোল্‌
পুব আকাশে রঙের ছোঁয়া বন্ধ দুয়ার খোল ।

ধ্যাম্‌ কুড়্‌ কুড়্‌ বাদ্যি বাজে নাচে ছোট জাত,
কাঁপে কেউ ঘরের ভেতর কারো মাথায় হাত ।
কে নাচে গো কে নাচে গো ঢাকের বাজনায় ?
রাম কৈবর্তের কন্যামাসী সূর্য পানে চায় ॥

ভোরের ছড়া

দিগন্তকে বলি
তুমি ঘুমিয়ে থাকো,
প্রদোষে কুসুম কলি
লজ্জায় মুখটি ঢাকো ।

ওই দূর পাহাড় ছায়ায়
মেঘেরা ঢেউ খেলে,
ভেতরে বিবেক তাড়ায়
প্রজন্মের স্মৃতি ঢেলে ।

মানুষগুলো কালো কালো
বুকেতে অগ্নি দহন,
দিনমান জ্বালে আলো
প্রলয়ে সঙ্গী পবন ।

ফুলের যে ফুটতে মানা
সে কথা জানে কসাই,
মাঝরাতে কে দেয় হানা
খবরটা জানে সবাই ।

এসো প্রিয় বানাই বাসা
কুসুমের পাপড়ি ছিঁড়ে,
হৃদয়ের ভালোবাসা
আমাদের বুকের নীড়ে।

দিগন্ত রয় ঘুমিয়ে
জাগে পাখি পথচারী
শোষণের পথ মাড়িয়ে
আসে ভোর তাড়াতাড়ি।।

সঙ্ সাজা

যৌবন গেল মনে বড়ো রঙ
সব হারিয়ে খেলায় সাজি সঙ্ ।

সময়ের নেই কোন বাদ বিচার
পথ খোলা সব সামনে হারাবার

আমি গুণি বয়স হলো কত
গাছ গুণে তার পাতা শত শত

বয়স ঝরে বছর এলে ঘুরে
ভালোবাসা কোটায় রাখি পুরে

চেনা নারী আড় চোখেতে চায়
ভরা নদী বুকেতে শুকায়

ধান কাটা ক্ষেত ঘুমায় রাতের শীতে
নীল জোছনা কাঁপে বুকের ভিতে

যৌবন গেলে যুবক সাজা দায়,
পথে চলি সঙের পোষাক গায় ॥

ভীষ্মের শরশয্যা

তুমি কি কোনো করেছ প্রতিবাদ ?
নীরবে বুকে বাজে কি কোনো বেদনা ?
দুনিয়াটা এসো দু'জনে করি আবাদ
মরুভূমি শুধু অশরীরী কোন ললনা ?

জেনেছো বন্ধু এখানে বাড়ে দংশন,
অরণ্যে কেবল প্রসূতি ইচ্ছা দগ্ধ,
জমি চষে যারা মাটিকে করে মন্থন
রাজা মহারাজ তাদের করে জব্দ ।

কঠিন লোহা একদা পুড়ে ইস্পাত,
বসুন্ধরা অজানা ভয়ে কাঁপছে,
আতংকে হিম মানুষ করে উৎপাত
সাগর জলে লবণ ক্রমে বাড়ছে ।

তবু এবার ঘটবে ক্রমমুক্তি,
মাঠের শেষে শ্মশানে জ্বলে চিতা,
কোনো মহাপুরুষ করেনি এমন উক্তি
হরিণী নয় বাঘের ভয়ে ভীতা।

এসো দু'জনে রচনা করি কাব্য,
উপহার দিই হৃদয়ের যত অসূয়া,
অঞ্জুলি পেতে লও যা কিছু দ্রাব্য
পথের প্রান্তে পাও যদি কোন পড়ুয়া।

সাজাও এবার নিপুন শরশয্যা
লবন জলে চলো ডুবে উঠি,
কুরুবৃদ্ধের চোখে অবাক লজ্জা
অরুণ আলোয় গোলাপ উটে ফুটি ॥

মানুষ ঘৃণা করতে ও ভুলে যাচ্ছে

মানুষ ক্রমশঃ ঘৃণা করতেও ভুলে যাচ্ছে।
কতিপয় বর্বর মানুষ জননী বসুধাকে
নির্মমভাবে পীড়ন করতে বাধ্য করেছে
আপন গর্ভের সন্তান দিয়ে।

সভ্যতার মুখে চুনকালির প্রলেপ
অথচ আশ্চর্য মানুষের সহনশীলতা
জননীর স্নেহ ভয়ংকর লজ্জায়
প্রতিনিয়ত ওলাওটা রোগীর মতো
সারাক্ষণ সভ্য মানুষের মুখে
নিক্ষেপ করেছে ভেদবমি।

গাজিয়াবাদের সেহ মর্মন্তুদ ঘটনা
শোনার পর
যে সকল মানব মানবীর হৃদয়
ঘৃণায় সারা শরীর গুলিয়ে ওঠেনি
তার একটি তালিকা পেলেই
আমি অমানুষের তালিকাটি
মহিলা কমিশনের নিকট প্রেরণ করতে পারতাম।

বর্তা সম্পাদক,

সংবাদ শিরোনামে

সভ্যতার বিবর্ণ মুখের ছবিসহ

বর্ণবাদী সারমেয়ের প্রকৃত খবর পরিবেশন করুণ।

কেননা

মানুষ ক্রমশঃ সত্যিসত্যিই

ঘৃণা করতেও ভুলে যাচ্ছে ॥

ইচ্ছেছিল

ইচ্ছে ছিল তোমায় আমি ভালোবাসি,
ইচ্ছে ছিল পেছন থেকে সামনে আসি
ইচ্ছে ছিল গাছের ডালে করি কূজন
সারাবেলা আলস ভরে সময় হরণ।

তীরে বসে নদীর সাথে কথা বলি
বনে বনে ফুল কুড়িয়ে পথ চলি
মধ্যরাতে প্রিয়ার বুকে রাখি হাত
কেউবা বলে অমানিশা কেউবা বলে ঘুমের রাত।

মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে ফড়িং কুড়াই
কাচপোকা টিপ কার কপালে রোজ পরাই ?
স্বজন যারা তারা জানে আমার বাড়ি বনকুমারী
নানা ব্যথা মনের ভেতর দেয় পাড়ি।

ইচ্ছে করে যাই হারিয়ে নীল শিশিরে
ইচ্ছে করে যাই হারিয়ে রোজ ভীড়ে
ইচ্ছে করে মাথায় করে বেড়াই পাড়া
জোছনা রাতে ঘরের দুয়ার দিই নাড়া।

অনেক কথা যায় হারিয়ে ধরতে নারি,
অনেক কথা ঘুমিয়ে থাকে ঘুমের বাড়ি
তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে চাই আকাশ
শেষ ইচ্ছেটা এমন ছিল—পুরাও আশ।

স্মার্ত রঘুনন্দন

জাত মেরেছ লক্ষ লোকের স্মার্ত রঘুনন্দন
তোমার জন্যে নারীর পায়ে লোহার বেড়ি ঝন্‌ ঝন্‌
কুলীন বামুন করত বিয়ে অবুঝ নাবালিকা
মরলে বুড়ো সহ মরণ মাধবী মালিকা
হাজার রকম আইন করেছ ডুবিয়ে দিয়ে দেশ
উর্দ্ধবাহু বামুনকায়েত পোঁ ধরেছে বেশ—
জাত মারা জাত উঠছে জেগে টানছে দেশের রশি
তারাই দেশের রাজ বাহাদুর হালটা ধর কষি।

মরে গিয়ে বেঁচে গেছ নইলে তোমার চামড়া
খুলে নিয়ে সেঁকতো লোকেযেমন সেঁকে দামড়া!
সারাজীবন খাটলে ভাড়া দিলে নানা পাঁতি
জাতের নামে খেললে জুয়া হাজার বজ্জাতি।
বঙ্গনারী তোমার মুখে দিচ্ছে ঘৃণ্য থুথু
জাত বাঁচাতে ষাঁড় সেজেছ-শিং উঁচিয়ে গুঁতু
প্রতিশোধের প্রলয় শিখা জ্বালায় দাবানল
তোমার পাঁতি পুঁথিসহ পোড়ায় ব্রাত্যের দল।

তোমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইতো যারা গৎ
তারাই এবার রাস্তায় নেমে দিচ্ছে নাকে খৎ।
জাত মেরেছ লক্ষ লোকের স্মার্ত রঘুনন্দন
পোড়ায় তোমার কুশ পুতুল শূদ্র জনগণ॥

চামারের স্বপ্ন

সারাক্ষণ পংক্তি গুণে বিপন্ন সময়ে খুঁজি শুধু ভালোবাসা,
বাড়ির চৌহদ্দি ছেড়ে মেঠোপথে পেয়েযাই সুজনের ভাষা,
নদীজলে ভোরবেলা স্নাত হয় জেলের কুমার
সৈকতে সাবান মাখে তনুদেহে যৌবন সংস্কার
অঞ্জলি পেতে আমি জল চাই-নিদাঘের দুরন্ত খরায়
স্বজনের সমাধিতে নতুন লাশের গন্ধ বিবেক তাড়ায়।

দোফসলী ধান ক্ষেত, মাঝে শুধু বেদনার বাণী,
মৌমাছি গুঞ্জন করে রোদনে বসন্ত আসে জানি—
সারাক্ষণ সভ্যতা গুমরি মরে সংকটের নির্মম দহনে
নাগিনীর বিষ বাষ্পে নিভে দীপ সন্ধ্যার লগনে—
চারিদিকে অবিশ্বাস আত্মঘাতী মানুষের শবের কঙ্কাল,
মানব সভ্যতা জুড়ে ক্রমে ক্রমে স্ফীত হয় হিংসার জঞ্জাল।

অমারাত্রি অবসানে দলিত মানবজাতি হাঁকে সিংহনাদ,
ধরিত্রীর বুক থেকে লাঞ্ছনার অবসানে নির্বাসনে যায় বর্ণবাদ,
ব্রাহ্মন্য গরিমা লুপ্ত চণ্ডালের শবের পরশে
শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ঘৃণা তীব্র মৃত্যু যদি পশে।
নতুন স্বপ্নের গন্ধ পেয়ে যায় নিদ্রামগ্ন অস্পৃশ্য চামার—
তারও বুকে ভালোবাসা অতর্কিতে মধ্যযাম করে দেয় পার॥

ঝড়ের মুখে চুম্বন রেখা

ঝড়কে চুম্বন করার কৌশলটা আমাকে শিখিয়ে দিলে
আমি তোমাকে এক গুচ্ছ কবিতা উপহার দেবো,
সমুদ্রকে মুঠোয় ধরে নাচতে পারলে
প্রিয়তমার খোঁপায় পরিয়ে দেবো মল্লিকা ফুলের মালা ।

বসুধা ফনা উথোলন করে যখন কেঁপে ওঠে
ভয়ংকর ভাবে তলিয়ে যায় পুরোন জীর্ণ বিশ্বাস,
খড়কুটোর মতো দগ্ধ হতে থাকে নিপুণ ভাবালুতা ;
আর এই তোলপাড় তোলপাড় অবস্থার মধ্যেই
এক নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস কুসুমের সৌরভে
চারদিকে ম ম করতে থাকে
কালের গহ্বরে শিলীভূত অসংখ্য কঙ্কাল,
তাই মানুষ স্মৃতি ফসিলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় সকাল সন্ধ্যা ।

খরস্রোতা নদীকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে পারলে,
তোমাকে উজাড় করে দেবো আমার বুকের ভালোবাসা,
জ্বলন্ত অগ্নিকে গিলে দৃঢ় মেরুদণ্ডে
সবুজ ঘাসের গালিচা পেরিয়ে রক্ত মাতাল দৌড় দৌড় দৌড়
তারপর কিন্নর কন্ঠে সঙ্গীত ধ্বনিত হলে
এখানে একটি উদ্যান নির্মিত হবে
অনেকটা থাক থাক সিঁড়ির মতো
যাতে আমরা উঠতে পারি শিখর চূড়ায় ।

রাঙা ভোরের স্বপ্নে

তুমি আমাকে এক টুকরো জলভরা মেঘ দাও
আমি তোমাকে ফসল ভরা মাঠ দেবো।
তুমি আমাকে এক সাজি ফুল দাও
আমি তোমাকে এক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতি দেবো।

যদি তুমি আমায় চলার জন্য একটা রাজপথ দাও
হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে আমি এগিয়ে যাবো।
খুলে দাও আমায় একটা রঙ্গ মঞ্চের দ্বার—
তবেই সকল স্তাবক ও অমানুষের মুখোশটা খুলে দিতে পারি।

একটা সবুজ অরণ্য পেলে
পিঞ্জর মুক্ত করে ছেড়ে দেবো এক ঝাঁক হরিয়াল।
অনাবাদী নদী চরে সন্ধ্যায় ছড়িয়ে দেবো
হাজার হাজার আলোর কণা জোনাকী।

বুকভরা ভালোবাসা যারা সহজেই দিতে জানে
তারা অতি সহজে বিশ্বকে আপনার মাঝে পেয়ে যায়।
যে সাহসভরে ভীরুতার মুখোমুখি দাঁড়ায়
তার সামনে উন্মোচিত হয় এক বিশাল বিশ্বের দুয়ার।

কৃপণ পৃথিবীতে কোন কিছু না পেয়ে
যখনই তুমি আমাকে রঙিন সূর্যটা দিলে,
দূর দিগন্ত থেকে ছিনিয়ে এনে
তোমাকে আমি উপহার দিলেম একটা রাঙা ভোর।

পার হতে চাই

পার হতে চাই নদী সাগর পার হতে চাই বাধা
পার হতে চাই চোরা আঁধার চোখে ঝলসানো ধাঁধাঁ।
সামনে বিশাল মরুভূমি—সামনে উঁচু পাহাড়
থোকা থোকা বনকুসুম বনপলাশীর ঝাড়
পথে পথে ছড়িয়ে আছে নানা পদ চিহ্ন
নানা দলে পথ চলেছে নয়কো তারা ভিন্ন
বুকে তাদের ভালোবাসা সামনে ওড়ে নিশান
ঘুমিয়ে থাকা জাত জেগেছে বাজে প্রলয় বিষাণ।

বরফগলা জলের স্রোত কেমন হিমেল পরশ
শ্রাবণ মাসে মেঘের ধারায় প্রাণে মধুর হরষ,
ডালে ডালে কিচির মিচির করে নানা পাখি
রাজারা সব ভিক্ষে মাগে করুণ সুরে ডাকি,
উজান গাঙে নাও ভাসে নাবিক নাহি ঘাটে
অত্যাচারীর চামড়া বেচে দেশের বাজার হাটে—
পথ অচেনা মানুষ জানা সামনে পূজার ফুল
কালো আঁখির তারা জ্বলে কানে হীরের দুল।

পাহাড় ভাঙার গাঁইতি কাঁধে ওরা নীচু জাত
রথের রশির হ্যাঁচকা টানে সবাই কুপোকাৎ।
মন্দিরেতে বাজে শাঁখ মসজিদে আজান
শাখায় শাখায় কচিপাতা শোষক কম্পমান।
পার হতে চাই পাহাড় নদী পার হতে চাই সাগর
পার হতে চাই চোরা স্রোত গরম বালি কাঁকর॥

বিশ্বাস নেই

আগুনকে বিশ্বাস নেই,
কেননা আগুন সর্বকিছু দাহ-করেও
বেঁচে থাকে আপন গভীর সত্তায়,
ফাগুনকে বিশ্বাস নেই
জ্বলতে জ্বলতে হৃদয়কে দহণ করে
অনেক বড়ো হয়ে যায় হৃদয়।

নদীকে বিশ্বাস নেই
পাড় ভেঙে ভেঙে বড়ো হতে হতে
হারিয়ে ফেলে তীরের অস্তিত্ব।

পাহাড়কে বিশ্বাস নেই
মেঘকে চুম্বন করে
কেমন যেন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সানু দেশ।

পথকে বিশ্বাস নেই
কোথা থেকে যে কোথায় চলে যায়
পথিকের ভালোবাসা ও আকুতিকে জড়িয়ে ধরে

সাগরকে বিশ্বাস নেই,
উথাল পাথাল ডুব জলে
বার বার ছাপিয়ে যায় সৈকত ভূমি

তোমাকে বিশ্বাস নেই,
কেননা তুমি ছোবলে ছোবলে ক্লান্ত করে তোল আমাকে,
আমার সত্তাকে

বিশ্বাস নেই কাউকে,
কেননা আশ্বাস দিয়েও
তারা বিভ্রান্তির নাগর দোলায় অন্যকে দোলায়
নিজেরাও দোলে কপট ছলনার আতংকে ॥

পাড় ভাঙ্গা নদী ও লাল শিমুলের গান

পাড়ভাঙ্গা নদীর সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে ।
ফাগুনের পত্র বিহীন শিমুল তার লাল আভায়
ভরিয়ে তোলে তিন ভুবণ ।
রক্ত করবীর মালা গেঁথে আসন্ন প্রসবা সন্ধ্যায়
গলায় ধারণ করলে কেউ কাপালিক হয় না।

বন্ধ্যা মাটিতে ফসল বুনতে হলে
পাথর ভাঙ্গা কুলি চাই,
পতিত জমি আবাদের জন্য আমাদের প্রয়োজন
নব প্রজন্মের হলধর ।

চৈত্রের পোড়া মাটিতে বারুদের গন্ধ,
কুড়োতে চাই একমুঠো সুগন্ধি ধুলো
যা দিয়ে আমি জোড়া দিতে চাই আমার পুরোন দেয়াল।

আমি একরাশ ভালোবাসা পাবো বলে
নদী তীরে বেঁধেছি পাতার ছাউনি দেওয়া ঘর,
আগামী বর্ষায় নদী তার পাড় ভেঙ্গে নিলেও
আমাকে অবশ্যই একটা কুল দিয়ে যাবে
যেখানে আমি আমার হিম্মতের জোরে
গড়তে পারবো অনেক গুলো ছোট ছোট বসতি

নদী আপোষ করে
শিমুল কথা বলে
চৈত্রের মাটিতে বীজের স্বপ্ন

আর কালো মানুষেরা পাথর ভাঙতে ভাঙতে
বজ্রের শক্তি অর্জন করছে বাহুদ্বয়ে।
অজানা বাউল জাগরণের ভৈরবী গায় রাস্তায় রাস্তায়।

ঘৃণা যে অগ্নি শিখা হয়ে প্রলয় ঘটাতে পারে
দাস, অস্পৃশ্য শূদ্র দলিত মানুষেরা মহামনুর বংশধরদের কাছেই
তা জেনেছে ॥

কালো মানুষের দেশ

আমাকে সুগন্ধিজলে স্নান করতে হোল,
আমার বিগত পূর্ব পুরুষের গৌরবে।
আমাকে এই অপরাহ্নে ভ্রমণে যারা উৎসাহিত করলো
তারা সকলেই নব প্রজন্মের অগ্রণী পথিক।

জীবনে দু'বার আমাকে চড়াই ভাঙ্‌তে হয়েছে
প্রথমে মাতৃজঠর থেকে সূর্যের সুন্দরতর আলোয়
আর একবার আর্যপুত্রদের নির্মম অত্যাচার থেকে
বাঁচতে গিয়ে দলিত সাহিত্য উৎসবে।

পূব আকাশে সূর্য আপন দীপ্তিতে পুড়তে পুড়তে
দিগন্তকে যেমন দগ্ধ করে,
তেমনি প্রাণের ভেতর বীজের ভেতর
প্রজন্মের উন্মাদনা ছড়িয়ে যায়—

আমি দেখেছি বকুল বীথির ধারে
এক বুড়িয়ে যাওয়া সকালে
যারা জড়ো হয়েছিল
তারা আমার কাছে আগন্তুক হলেও
গাঁইতি হাতে কয়লা পোড়া রঙের এই মানুষগুলোকে
আমার স্বজন বলে চিনতে একটুও ভুল হয়নি।

আমি ইতিহাস পুরোটা পড়তে পারিনি
তাই পথের বাঁকে সন্ধ্যার অন্ধকারে
আলোকের দীপ্তি দেখে ভ্রম হলেও
বুঝতে পেরেছি
এক শাশ্বত শৈশব ওইখানে ঘুমিয়ে আছে

সেই শৈশব
কালো মানুষের স্বপ্ন দিয়ে মোড়া ॥

ঘাতকদের চিহ্নিত করি

প্রত্যুষে-যে মানুষগুলো সূর্যের মুখ দেখতে বেরিয়েছিল
ঘাতকের বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করা বুকের রক্তে
চম্পক নগরের ঊষর মাটিকে উর্বর করে দিয়ে
সে মানুষগুলোর আর ঘরে ফেরা হলোনা ।

সূর্য আর কোনোদিন তাদের বিশ্বাস ভরা মুখ
দেখতে পাবে না,
প্রভাতের হাওয়া গুমরে গুমরে হতাশ হয়ে
গাছের পাতাগুলো শুধু কাঁপিয়ে যাবে ।

ওখানে রাস্তার দু'পাশে কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবুজ রঞ্জিত,
গুলমোহরের বড় বড় গাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
উর্দি পরা মানুষগুলোর দুর্জয় সাহসের তারিফ করছিল ।

ঘাতকরা নিরাপদ স্থানে চলে গেলে
আমাদের রক্ষী বাহিনী বুলেটের খোল খুঁজে বেড়ায়
ভীতত্রস্ত কঙ্কালগুলোকে আতংকিত করে তোলে
শ্বাপদ যেমন নখদন্তের আস্ফালনে কাঁপিয়ে দেয় বনভূমি ।

কার হাতে যে মানুষ তার বিশ্বাসের অঙ্গীকার রাখবে
আজকাল রক্তে হাত ডুবিয়ে অনেকেই রোমাঞ্চিত হয়
অথচ প্রবল আত্মগৌরবকে বাড়িয়ে দিতে পারেনা
প্রতিশোধের শপথ উচ্চারনে তাদের মধ্যে নানা দ্বিধা ।

আমরা এক আশ্চর্য সময়ে বাস করছি
যে সময় শুধু সান্ত্বনার সুরে বিলাপ করে বেড়ায়,
যারা মসনদে থাকার জন্য বাঘবন্দী খেলছে
তারা আমার স্বজন বা সুহৃদ নয়
তারা প্রকৃতই ঘাতকের বন্ধু ।

আসুন,
আমরা ঘাতক সহ তার সুহৃদদের চিহ্নিত করি ।

রক্তাক্ত বাথানিটোলা

বাথানি টোলা !
তোমাকে এদেশের মানুষ একদিন ভুলে যাবে
মানুষের হৃদয়ের শোক,
ফসিল হয়ে একদিন মরে থাকবে ।

রক্তাক্ত বাথানিটোলা !
তোমার অনার্য নর-নারীর কন্ঠ যেখানে চিরতরে স্তব্ধ
জননীর ভ্রূণে সন্তান যেখানে বিদ্ধ
মা-বোনের ইজ্জত লুন্ঠন করে
লাশ যারা গুম করেছে
সেই ঘাতকদের কি তুমি ক্ষমা করেছ ?

বাথানিটোলা
তুমি কি দেশবাসীকে বোঝাতে পেরেছ
বর্ণবাদী ও তাদের ভাড়াটে জল্লাদ বাহিনী
তোমার গর্ভের সন্তানকে নির্মম ভাবে সরিয়ে দিয়েছ
শষ্য শ্যামলা পৃথিবীর বুক থেকে ।

বাথানিটোলা !
তুমি মাথা উঁচু করে কবে দাঁড়াবে ?
মনুবাদীদের চামড়া খুলে নেবার শপথ
তোমাকে করতেই হবে—
তোমার অনাগত গর্ভের শিশুদের এখন থেকেই
হাতিয়ার রূপে গড়ে ওঠার কঠোর শিক্ষা দাও ।

ওরা একদিন ঘৃণ্য গনহত্যার প্রতিশোধ নেবেই
দেশজুড়ে সেদিন শুরু হবে দারুণ হৈ চৈ
বাথানিটোলা !
আবার তুমি সংবাদ শিরোনাম হয়ে ওঠো
ঘাতকের রক্তে রেখে মুখ ।

বাথানিটোলা !
তোমার উত্তর পুরুষের হাতে
প্রতিশোধের অমোঘ অস্ত্র তুলে দিও ।

রচনা করব ঘাতকের কবর

আকাশে বৈশাখী মেঘ উন্দাম চঞ্চল
দাবানলে দগ্ধ স্নিগ্ধ ফসলের ক্ষেত,
ল্যাম্প পোস্টে ঝুলে আছে স্বজনের লাশ
কাবুলের পথে ঘাটে দুর্গন্ধ বাতাস ।

ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের ঝংকারে
মানবতা শঙ্কায় উদ্বেল,
আলেন্দের হত্যাকারী চিলি থেকে নিয়ে আসে
ভয়ংকর মৃত্যুর সংবাদ ।

আমাদের চারপাশে জমি ছিল
কিছু কিছু অনাবাদী ছায়াঘেরা সফেন সবুজ,
যে জমিতে খেলা করে জল্লাদ বাহিনী
গভীর রক্তের দাগ বুকের ভেতর ।

কন্ঠরুদ্দ জনতার
ভালোবাসা মরে গেছে বিমূঢ় আঘাতে ।

মানুষের জন্যে এতকাল যারা কথা বলেছিল
তারা সব বাক্য হারা ভাষাহীন মৃত প্রমিথিয়ুস ।
কৌতুক চরণে যে সকল চঞ্চলা কিশোরী দাফিয়ে বেড়াতো
সকলেই অভ্রভেদী শরীয়তী প্রাচীরের আড়ালে অপসৃত—
দুর্বার যৌবন বেদনায় বর্ণহীন নীলের মতন ।

শৈশবে যে সব পাখি উড়ে যেত নীলিমায়
নানা বর্ণ গন্ধময় ভোরের কুসুম ঝরে পড়ত মুগ্ধ মমতায়
সেখানে মৃত লাশের এত দাম কেউ তো ভাবেনি।

স্বজনের অধিকার নেই ঝুলন্ত লাশের
ঝড়ের মাতাল বাতাস
বারুদের তীব্রগন্ধে
হৃদয়ের ভেতরে ভেতরে দারুণ রক্তাক্ত।

মানুষকে ভালোবাসে যারা
তারা নিশ্চিত জানে সঙ্গীনের সামনে দাঁড়িয়ে কিভাবে
ফিনকি দিয়ে রক্ত ঢেলে দিতে হয়।

আমরা জানি কাপুরুষেরা চিরকাল অস্ত্র নিয়ে
মিথ্যা আস্ফালন করে,
আর নারীদের নরম নূপুর পরা পায়ে পরায়
দুরন্ত লোহার বেড়ি।

চে আলেন্দে নেরুদার নৃশংস হত্যাকারী
হিটলারের মুখোশ পরে লোহার বুট পায়ে
কাবুলের অলিগলি রাজপথে
ঘাতকের নির্মম ভূমিকায় পার হয় রক্তে ভেজা পথ।

কবরে কফিন শয্যায় যে লাশের অধিকার নেই
সেই লাশ একদিন অবশ্যই জেগে উঠবে বধ্যভূমি ছেড়ে।
নাজিবুল্লার দীপ্ত দেহ ফাঁসুড়ের দড়ি ছিঁড়ে
কাবুলের রাজপথে লাফিয়ে নামতেই
ভীত ত্রস্ত খুনীর দল
উন্মাদের মতো কেবলই পালাচ্ছে।

জীবনের চারপাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল আলো
রাঙায় ভোরের আকাশ,
ফাগুয়ার রঙে চিরকাল হোলি খেলে যারা
প্রজন্মের কাছে তারা অধিকার প্রতিষ্ঠার
অঙ্গীকারে চির দায়বদ্ধ।
তাহাদের চোখের তারায় বেঁচে ওঠার উদ্দীপ্ত শপথ।

আমরা রক্তে হাত ডুবিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি
এরপর আর কোনোদিন স্বজনের কবর রচনা করব না।
রচনা করব ঘাতকের কবর ।।

চাবুক

কৃষ্ণধন নাথ